Smart Bangladesh বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় **"Land Acquisition Process Management System (LAPMS)"** উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে-

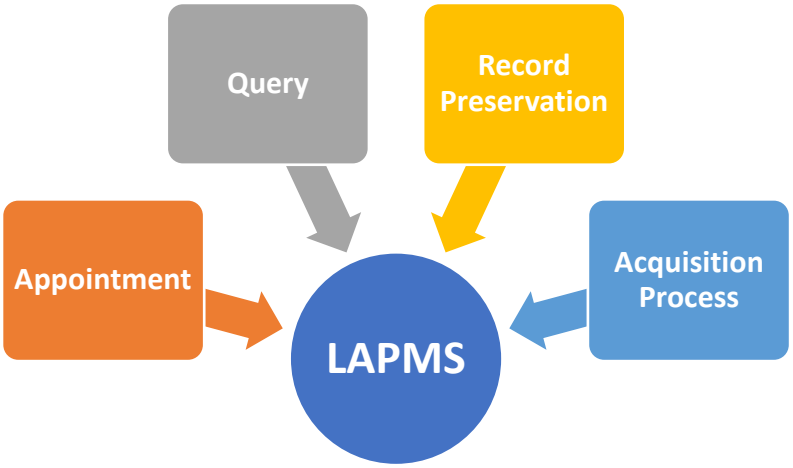


LAPMS

**www.dhaka.gov.bd**

ভূমি অধিগ্রহণ ওয়েব পোর্টাল

**www.dhakala.gov.bd**

# Appointment এর প্রসেস ম্যাপ

**www.dhakala.gov.bd**

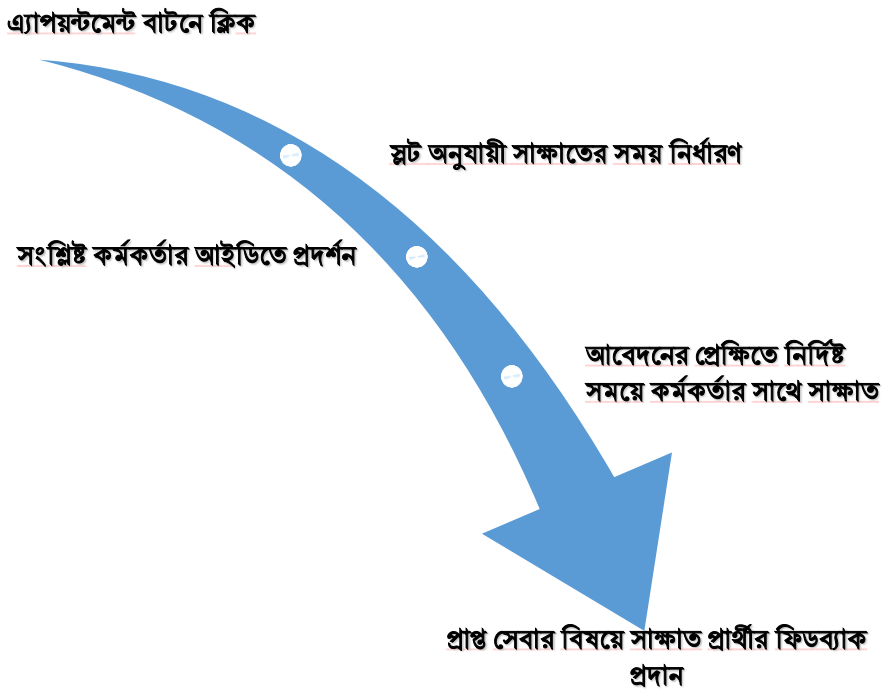


# "Query" এর প্রসেস ম্যাপ

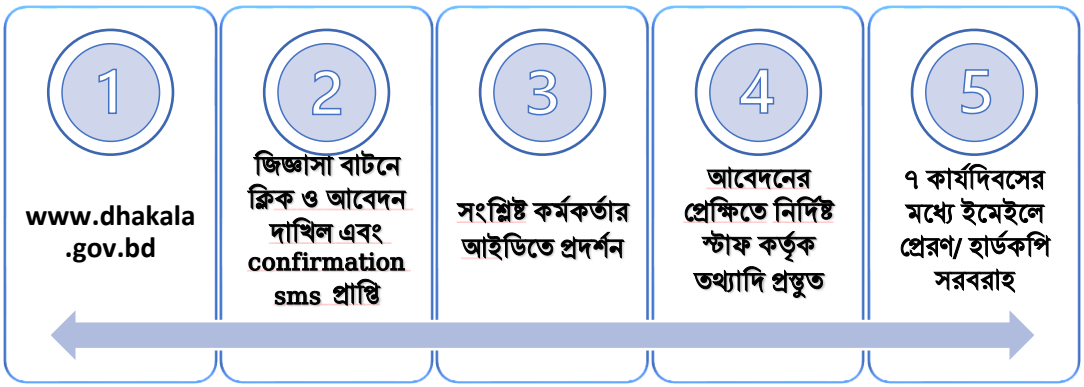

## "Acquisition" এর প্রসেস ম্যাপ

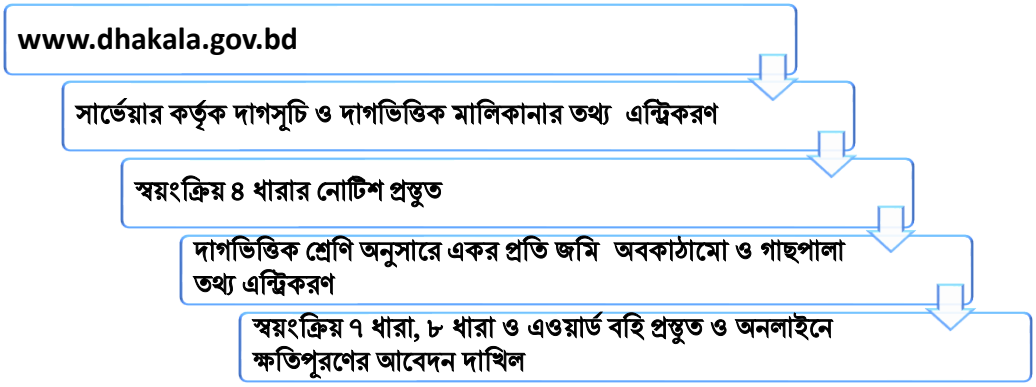


## "Record Preservation" এর প্রসেস ম্যাপ

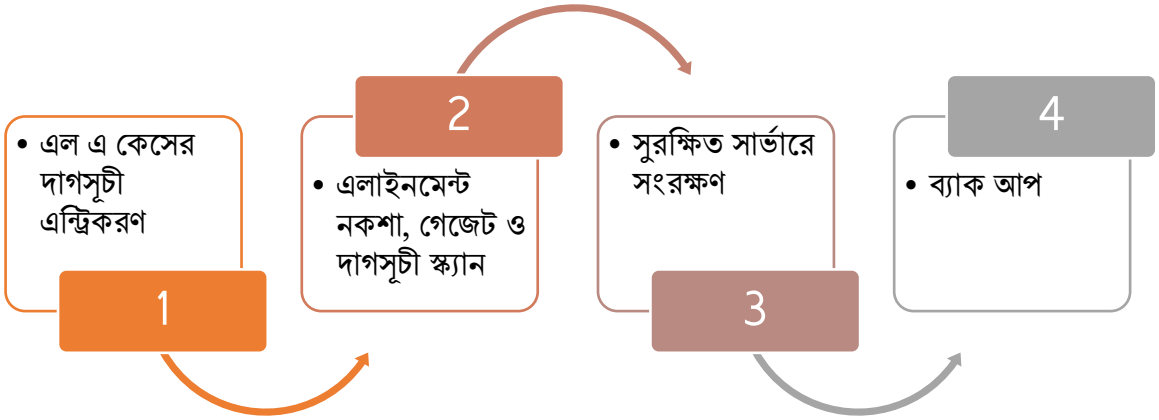

# LAPMS এর TCV বিশ্লেষণ

## Appointment

| মুল্যায়ণ সূচক | পূর্বের পদ্ধতি | উদ্যোগ এর প্রভাব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| **Time** | কর্মকর্তাদের সাথে সেবা প্রার্থীরা সাক্ষাত গ্রহণের জন্য অনেকটা অনিশ্চিত ভাবে অফিসে আসেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনেক সময় অফিসের বাহিরে দাপ্তরিক কাজে বা মিটিং এ ব্যস্ত থাকেন। এ অনিশ্চয়তা দূরীকরণ এবং জবাবদিহীতামূলক সেবা নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সাক্ষাতের জন্য অনেক সময় সারা দিন বা পরের দিন এসেও অপেক্ষা করতে হয়। | কর্মকর্তাদের available সময় অনুযায়ী সাক্ষাতের স্লট সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে ফলে সেবা প্রার্থীরা তাদের সুবিধা মতো সময়ে ঘরে বসেই সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী সাক্ষাত গ্রহণ করতে পারেন।যার ফলে সেবা প্রার্থীর অনিশ্চিয়তা দূরীকরণসহ ১/২ দিনের কাজ ১/২ ঘন্টায় হয়ে যাচ্ছে। | |
| **Cost** | ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঢাকার এক প্রান্তে প্রচন্ড যানজটপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় অধিগ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি বা অন্যান্য প্রয়োজনে একাধিক বার আসতে এবং খাবারসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অনেক টাকা ব্যয় করতে হয় । | বর্তমানে ঘরে বসেই সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করার সুযোগ থাকায় একবার visit করায় অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। | |
| **Visit** | সাক্ষাতের সুনির্দিষ্ট সময় না থাকায় কমপক্ষে ৫/৭ দিন আসতে হতো। | উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে একবারই আসতে হচ্ছে। | |

## Query

| মুল্যায়ণ সূচক | পূর্বের পদ্ধতি | উদ্যোগ এর প্রভাব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| **Time** | ঢাকা জেলার সকল মেগা প্রজেক্টসহ অন্যান্য সকল অধিগ্রহণ কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকার ভূমি অধিগ্রহণ শাখা হতে হয়ে থাকে। সেবা প্রার্থীদের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রয়োজন হলে তথ্য প্রদানের কোন সুনির্দিষ্ট সময় না থাকায় আবেদন দাখিল হতে তথ্য প্রাপ্তি পর্যন্ত তাকে ১৫ দিন হতে ৩ মাস ধরে অপেক্ষা করতে হতো। | উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে সেবা প্রার্থী ঘরে বসেই সাধারণ তথ্যের ক্ষেত্রে ৭ কার্যদিবস এবং বিশ্লেষণমূলক তথ্যের ক্ষেত্রে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যেই তথ্য পাচ্ছেন। | |
| **Cost** | সেবা প্রার্থীকে কয়েকবার আসতে হতো, এতে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হতো। | উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে সেবা প্রার্থী কোন অর্থ ব্যয় না করেই ঘরে বসেই তথ্য প্রাপ্ত হচ্ছেন। | |
| **Visit** | সেবা প্রার্থীকে কমপক্ষে ৫/৭ বার আসতে হতো। | উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে ঘরে বসেই সেবা পাচ্ছেন। | |

**Acquisition process**

| মুল্যায়ণ সূচক | পূর্বের পদ্ধতি | উদ্যোগ এর প্রভাব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| **Time** | ভূমি অধিগ্রহণ বরাবরই একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং ঢাকা জেলায় অনেকগুলো অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান। তবে সে তুলনায় অফিস স্টাফ কম হওয়ায় অধিগ্রহণের বিভিন্ন ধাপ যেমন: যৌথ তালিকা, ৪ ধারা, ৭ ধারা, ৮ ধারা ও এওয়ার্ড বহি প্রত্যেকটি আলাদা করে প্রস্তুত করতে হতো যা অনেক সময়সাপেক্ষ। এতে প্রতিটি ধাপে ১৫ দিন হতে ১ মাস সময় লাগতো। | উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে শুধু এলএ কেসের শুরুতেই দাগসমূহ ও মালিকানার তথ্য এন্ট্রি করতে হয়। অন্যান্য ধাপসমূহ তথা যৌথ তালিকা, ৪ ধারা, ৭ ধারা, ৮ ধারা ও এওয়ার্ড বহি স্বয়ংক্রিয় তৈরী হওয়ায় এ কাজে কোন সময় ব্যয় হচ্ছে না। | |
| **Cost** | ম্যানুয়ালী সকল নোটিশ, যৌথ তালিকা ও এওয়ার্ড বহি প্রস্তুত করায় বেশ ভুল হতো। এতে বারবার প্রিন্ট করায় খরচ বেশি হতো। | উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে ভুল কমে যাওয়ায় খরচও কমে গেছে। | |
| **Visit** | সকল কাজ ম্যানুয়ালী করায় স্টাফদের অনেক শ্রম দিতে হতো। | উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে এক ক্লিকেই কোন পরিশ্রম ছাড়াই সকল কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। | |

**Record Preservation**

ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান এবং বেশিরভাগ রেকর্ডই পরবর্তী অধিগ্রহণের সময় প্রয়োজন হয়। এজন্য এই উদ্যোগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মূল্যায়ন বিবেচনায় অমূল্য।

**উদ্যোগের সার্বিক প্রভাব ও রেপ্লিকেশন**

LAPMS সহজেই বাংলাদেশের অন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রেপ্লিকেট করা সম্ভব। সরকারের উন্নয়ন বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভূমি অধিগ্রহণ বরাবরই একটি জটিল এবং সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, একে সহজ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের অধিকতর স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কাজে গতি আনয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।